# সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতায় অনন্য এক স্কুল

অনলাইন ডেস্ক

বসুন্ধরা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ

পড়ালেখার পাশাপাশি সৃজনশীলতা বিকাশে বসুন্ধরা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য আছে ছবি আঁকা, নাচ ও গানের পৃথক স্টুডিও। অত্যাধুনিক ল্যাংগুয়েজ ক্লাব। আছে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার পৃথক মাঠ। আন্তর্জাতিক মানের সুইমিং পুল।

বাস্কেটবল ও ভলিবল কোর্ট, টেনিস কোর্ট, হকি গ্রাউন্ড, ব্যাডমিন্টন, হাডুডু, টেবিল টেনিস ও ফুটসাল খেলার ব্যবস্থা। ৪৫০ আসনের বড় অডিটোরিয়াম। আধুনিক প্রযুক্তির কম্পিউটার ল্যাব। নান্দনিক লাইব্রেরি।

আরও বিস্তারিত-

**মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ**

স্কুলটির প্রতিটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিকক্ষে আছে বড় স্ক্রিনসহ মাল্টিমিডিয়ার সুব্যবস্থা। বড় সাদা বোর্ডের পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়া বোর্ড থাকায় শিক্ষার্থীরা সহজেই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে।

**নিজস্ব স্কুল বাস**

বসুন্ধরা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের পরিবহনের জন্য আছে নিজস্ব যানবাহন ব্যবস্থা। স্কুলের আছে আটটি বাস।

বর্তমানে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা ছাড়াও রামপুরা, মিরপুর-১০, মিরপুর-২, ধানমন্ডি ও উত্তরায় এসব বাস শিক্ষার্থী আনা-নেওয়া করছে।

**সুবিশাল মাঠ**

স্কুলটির মূল ভবনের সামনে অবস্থিত সুবিশাল খেলার মাঠে শিক্ষার্থীরা খেলাধুলার পাশাপাশি এসেম্বলিতে অংশ নেয়। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কাছ থেকে শৃঙ্খলাবোধ শিখতে পারছে। রাজধানীর স্কুলগুলোতে এখন এত বড় খেলার মাঠ তেমন আর দেখা যায় না।

**ফুটবল প্রশিক্ষণ**

এই স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য দুটি ফুটবল মাঠ আছে।

বিকালে শিক্ষার্থীরা মাঠে ফুটবল অনুশীলন করে। দেশের অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এত বিশাল ফুটবল মাঠ আছে বলে জানা নেই। শিক্ষার্থীদের ফুটবল প্রশিক্ষণের জন্য আছে আলাদা প্রশিক্ষিত কোচ ও বিশেষজ্ঞ ক্রীড়া শিক্ষক।

**এমআই রুম**

স্কুলে কোনো শিক্ষার্থীর জ্বর হলে, ব্যথা পেলে বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য মেডিকেল রুম বা এমআই রুম আছে। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও নার্স আছেন। বেড আছে। আছে মনোচিকিৎসার জন্য চিকিৎসকও। এমআই রুমে কোনো শিক্ষার্থীর হাত-পা কেটে গেলে তাৎক্ষণিক ফাস্ট এইড দেওয়া হয়।

**আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব**

বসুন্ধরা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক কম্পিউটার ল্যাবের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার শিক্ষা আনন্দদায়ক করে তুলতে এই ল্যাবটিকে আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো হয়েছে।

**আর্ট এন্ড ক্রাফট রুম**

স্কুলের আর্ট রুমটি মনোমুগ্ধকরভাবে সাজানো। ছবি আঁকার জন্য প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী এ রুমে আছে। আর্ট রুমে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকা শেখে। সপ্তাহে এক দিন শিক্ষার্থীরা নিজেদের নির্ধারিত সময়ে ছবি আঁকার চর্চা করে। আর্টস এন্ড ক্রাফট শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকার পাশাপাশি কাগজ কেটে ফুল ও মুখোশ বানানো শিখছে।

**মিউজিক স্টুডিও**

স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণিতে পড়ুয়ারা রুটিন অনুযায়ী সংগীত শিখছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য সংগীত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। প্রতি সপ্তাহে এক দিন সংগীত শেখানো হয়। স্কুলটির সংগীত শিক্ষিকা ইসরাত জাহান মীম বলেন, এখন অনেক স্কুলে সংগীতের চর্চা হচ্ছে কিন্তু এই স্কুলে আরও আধুনিকভাবে সংগীত শেখানো হচ্ছে। খুব শিগগিরই এখানে গিটার ক্লাসও শুরু হতে যাচ্ছে।

**দক্ষ শিক্ষক**

এই স্কুলে নিয়োগকৃত শিক্ষকরা শিক্ষকতায় বেশ দক্ষ। অনেক যাচাইবাছাই করে এখানে শিক্ষক নিয়োগ হয়। স্কুলটিতে যেমন ৩০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক আছেন তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে নতুন শিক্ষকতা শুরু করেছেন এমন শিক্ষকও আছেন।

**ডান্স স্টুডিও**

স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নাচ শেখানো হয়। ভরতনাট্যম নাচের ওপর শিক্ষা নেওয়া স্কুলের নাচের শিক্ষিকা রিমি রফিক বলেন, স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাইরেও বাংলাদেশ টেলিভিশনের ‘নতুন কুঁড়ি’ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা শিক্ষার্থীদের তৈরি করছি।

**অডিটোরিয়াম**

বসুন্ধরা স্কুল এন্ড কলেজে আরও আছে ৪৫০ আসনের বড় একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম। যেখানে আধুনিক সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

**খেলাধুলার ব্যবস্থা**

স্কুল মাঠে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্কুল ছুটির আগে ও পরে শিক্ষার্থীরা সেখানে খেলাধুলায় মেতে ওঠে।

**আন্তর্জাতিক মানের সুইমিং পুল**

স্কুলে নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীর জন্য সাঁতার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শুধু সাঁতার শেখার জন্য একটি এবং প্রশিক্ষণের জন্য আরও তিনটি সুইমিং পুল আছে বসুন্ধরা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে।

**লাইব্রেরি**

এই স্কুলের আছে অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন ও সমৃদ্ধ আধুনিক লাইব্রেরি। চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় বইয়ের সংগ্রহ শুরু করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বহুমুখী পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে তাদের নিয়মিত লাইব্রেরিতে যাতায়াতের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন।